গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
www.kazipur.sirajganj.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৫.৪৩.৮৮৫০.০০০.২০.০০১.২৫- ০৬ (১৫)

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি ২০২৬

সরকারি জলমহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা প্রকৃত নিবন্ধনকৃত যুব মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ (সংশোধনী নীতি ২০১২) অনুযায়ী সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন ২০(বিশ) একর পর্যন্ত নিম্নতফসিলভুক্ত সরকারি খাস বদ্ধ জলমহাল শর্তসাপেক্ষে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে পৃথক পৃথক সিলমোহরকৃত খামে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় শর্তাবলীসহ আবেদন ফরম অফিস চলাকালীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কাজিপুর এবং উপজেলা ভূমি অফিস, কাজিপুর হতে সংগ্রহ করা যাবে। উক্ত ফরম সংগ্রহ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত (www.jm.lams.gov.bd) ওয়েব সাইটে লগইন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী ইজারা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে

ক্রমিক নং	আবেদন ফরমের মূল্য (অফেরতযোগ্য)	অনলাইনে আবেদনের সময়সীমা	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সিলগালাকৃত মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলের সময়সীমা	আবেদন পত্র খোলার তারিখ ও সময়
১	৫০০/-	১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. (০১মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) হতে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. (১৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ)	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. (১৮ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) হতে ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি. (২০ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ)	০৯ ফেব্রুয়ারি,২০২৬খ্রি. (২৬ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) বিকাল-০৩.০০ঘটিকা

জলমহালের বিবরণ:

ক্রমিক নং	বদ্ধ জলমহালের নাম	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং (আর এস)	জমির পরিমাণ (একরে)	সরকারি ইজারা মূল্য(বিগত ০৩ বছরের ইজারা মূল্য+৫% বৃদ্ধি)	প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ(বঙ্গাব্দ)
১	লক্ষিপুর খাস পুকুর	লক্ষিপুর	০১	১০১০	১.৮৩	১,৮৫,৩৬৭/-	১৪৩৩-৩৫

অন্যান্য শর্তাবলী :

১ সরকারি জলমহাল ইজারা ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধনী নীতি ২০১২) এর ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় শর্ত প্রযোজ্য হবে।

২. নিদিষ্ট যে জলমহালের জন্য আবেদন করা হবে, উক্ত জলমহাল ব্যতীত অন্য জলমহালের জন্য তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ০১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ০১ বৈশাখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন কারণে যদি খাস কালেকশন করা হয়, তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারা প্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না।

৪. আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ উপজেলা সমবায় অফিসার/সমাজ সেবা অফিসার (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে এবং সাথে পূর্ববর্তী ২(দুই) বৎসরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রযোজ্য হবে না।

৫. সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি কর্তৃক ৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

৬. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ বরাবরে সংযুক্ত করতে হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারার অর্থের সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। ইজারাপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

৭. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য এবং ইজারামূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে একসঙ্গে পরিশোধ করে ৩০০/-(তিনশত) টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদন করবে। চুক্তিনামা সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত জলমহালের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে না। ২য় বছরের ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ৩য় বছরের ইজারামূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

৮. নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য একসঙ্গে পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং জলমহাল পুনরায় ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৯. সময়মত ইজারামূল্য পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের ইজারা বাতিল করা হলে উক্ত জলমহাল এর পুনরায় যথানিয়মে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০ জলমহাল সরেজমিন পরিদর্শন করে জলমহাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিশ্চিত হয়ে আবেদন পত্র জমা দিতে হবে। অন্যথায় ইজারা গ্রহণের পর কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

চলমান পাতা-২

১১. জলাশয়ের পাড়ে অবস্থিত কোন বৃক্ষ ইজারা গ্রহীতা কর্তন বা ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি জলমহাল পাড়ে রক্ষিত বৃক্ষ নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করতে বাধ্য থাকবেন। ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের পাড়ে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করতে পারবেন তবে তিনি তা কর্তন করতে পারবেন না।

১২. জলাশয়ের পাড়ে কোন ইমারত তৈরি বা অন্য কোন নির্মাণ কাজ করতে পারবে না।

১৩. ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের জমির পরিসীমা বজায় রাখবেন ও সংরক্ষণ করবেন। জলমহালের শ্রেণি পরিবর্তন বা কোনরূপে ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। জলমহালে কেউ যাতে অনুপ্রবেশ বা বেদখল করতে না পারে তা লিজ গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

১৪. মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ মেনে চলতে হবে।

১৫. ইজারা গ্রহীতা এই জলমহাল অন্য কোন ব্যক্তি বা সমিতিকে সাব-লিজ প্রদান করতে পারবে না। সাব-লিজ প্রদান করা হলে ইজারা তৎক্ষণাৎ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইজারাদাতা ইজারা বাতিল করতে পারবেন ও জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ৩(তিন) বছরে কোন জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১৬. ইজারা গ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জলমহাল সংক্রান্ত জারিকৃত সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে হবে। সরকারিভাবে উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭. ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকারস্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৮. ইজারা মেয়াদ শেষ হলে মৎস্য সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১৯. মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যন্ত সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

২০. ইজারা গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতির সাথে কোন সন্ত্রাসগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ইজারা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানে ব্যবস্থা করা হবে।

২১. ইজারা গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতির সাথে পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা বা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

২২. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবলমাত্র ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৩. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধিত নীতি ২০১২) এর কোন শর্ত বা ইজারাচুক্তির কোন শর্ত ইজারা গ্রহীতা ভঙ্গ করলে ইজারাদাতা ইজারা বাতিলপূর্বক অবিলম্বে জলমহালটি নতুনভাবে পুনরায় ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করতে পারবেন।

২৪. কালেক্টর বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে পালন করতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকবে।

২৫. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি একই বছরে দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

২৬. ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৭. ইজারা প্রদানের পর যদি কোন জলমহাল নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান আছে মর্মে জানা যায়, তৎক্ষনাৎ উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
মোবাইলঃ ০১৭৩৩-৩৩৫০২৮
ই-মেইল-unokazipur@mopa.gov.bd